1941

Released
25-4-1941

পরিচয়

শ্রীযুক্ত পঙ্কজ মল্লিকের

কলম্বিয়া ও ওডিয়ন

নিউ থিয়েটার্স রেকর্ড

"নর্ত্তকী" চিত্র হইতে

SA 256	এস যৌবন	বঁধুরে লইয়া
SA 104	প্রেম কা নাতা ছুটা	তেরি দয়াসে এ দেই
SA 105	মৎ ভরি রুৎ জওয়ানী	এ কোন আজ আয়া

"ডাক্তার" চিত্র হইতে

SA 254	চৈত্র দিনের ঝরা পাতার	কী পাইনি (রবীন্দ্রনাথ)
SA 255	ওরে চঞ্চল	যবে কণ্টক পথে

"কপালকুণ্ডলা" চিত্র হইতে

VE 2504	পিয়া মিলন কো যানা	ইঁউ দর্দ ভরে

সকল গ্রামোফোন ডিলারের নিকট পাওয়া যায়

কলম্বিয়া গ্রামোফোন কোং লিঃ

পোষ্ট বক্স নং ২৮৪, কলিকাতা

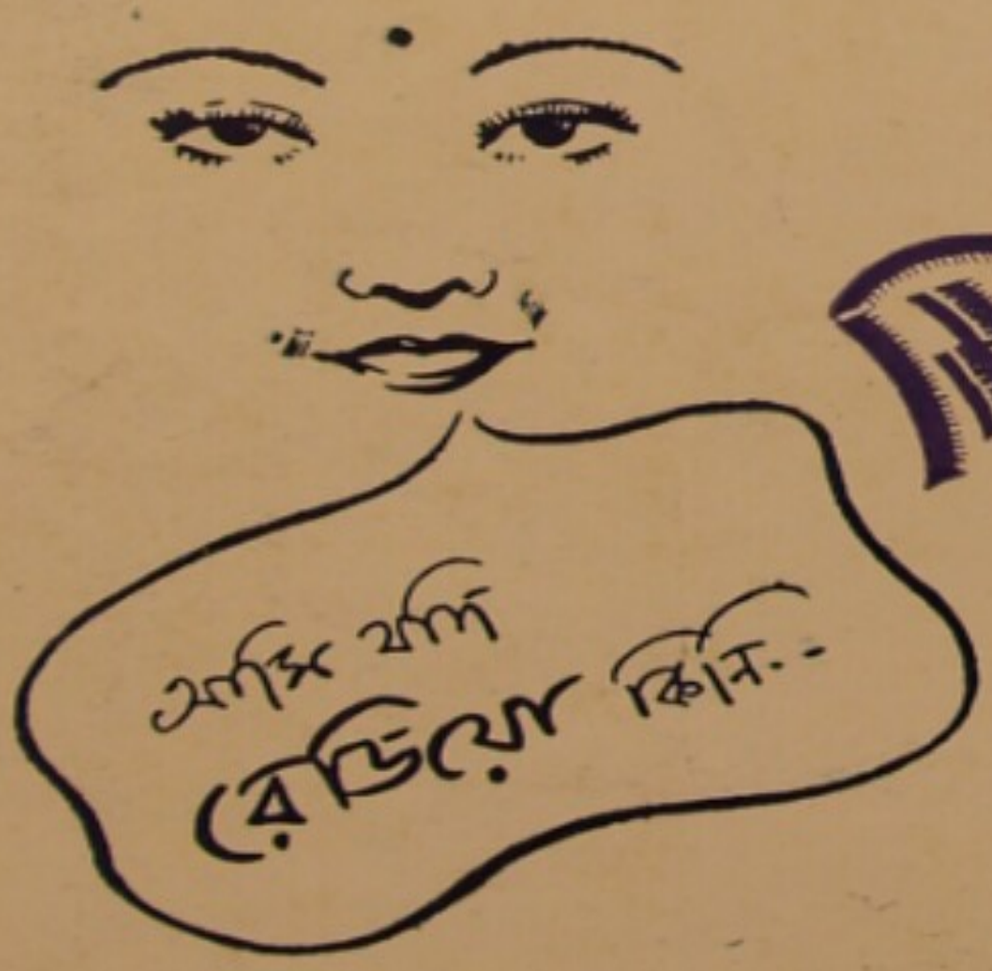

নানা মডেল ও নানা মূল্যের সেট,
দেখতেও শুনতে অতুলনীয়।

...ট্রপিক—
রেডিয়ো—
নিশ্চয়ই কিনবো" !

রেডিও
সাপ্লাই
ষ্টোরস্ লিঃ
৩, ডালহাউসি স্কোয়ার
ফোন—কলিকাতা—৯২০

বীরেন্দ্রনাথ সরকারের

নিবেদন

পরিচয়

নিউ থিয়েটার্স লিমিটেড্

১৭২ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট ::: কলিকাতা

পরিচয়

ভূমিকা-লিপি

সতী.....শ্রীমতী কানন দেবী
কবি.....কুন্দনলাল সায়গল
আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়...
রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
ঐ সেক্রেটারী...মিহির ভট্টাচার্য্য
যোগেন মুখুজ্যে (সতীর বাবা).....দীনেশ দাস
জনার্দ্দিন.....হরিমোহন বসু
নিত্যানন্দ.....শ্যাম লাহা (ছয়া)

জ্যেঠাইমা.....শ্রীমতী নন্দিতা দেবী
কু-কবি.....নরেশ বসু
বজ্জাত বাপ... বীরেন দাস, কনক নারায়ণ, মাধো শুক্লা,
বিপিন.....কমল ভট্টাচার্য্য
রঙ্গমঞ্চের স্বামী.....বিপিন গুপ্ত
রঙ্গমঞ্চের স্ত্রী.....শ্রীমতী পান্না
রঙ্গমঞ্চের প্রণয়ী.....ধ্রুবকুমার

চিত্র-শিল্প, চিত্র-নাট্য ও পরিচালনা : **নীতীন বসু**

গল্প : **বিনয় চট্টোপাধ্যায়**

কর্ম্মিসঙ্ঘ :

সঙ্গীত-পরিচালনা : রাইচাঁদ বড়াল
সঙ্গীত-অনুলেখন : মুকুল বসু
শব্দ-অনুলেখন : শ্যামসুন্দর ঘোষ
শিল্প-নির্দ্দেশ : সৌরেন সেন
সম্পাদনা : সুবোধ মিত্র
রসায়নাগার : সুবোধ গাঙ্গুলী
তত্ত্বাবধান : সুবোধ দে
সর্ব্বাধ্যক্ষ : পি. এন, রায়

●

এই ছবির গানগুলি কবিগুরু
রবীন্দ্রনাথের রচনা হইতে গৃহীত

■

গ্রামোফোন রেকর্ডের গান দুখানি
প্রণব রায় রচনা করিয়াছেন

সহকারীগণ :

পরিচালনায় : শৈলজানন্দ মুখোঃ
চিত্র-শিল্পে : অমূল্য মুখোপাধ্যায়,
সুহৃদ ঘোষ
শব্দ-যন্ত্রে : সুশীল সরকার
সঙ্গীতে : হরিপদ চট্টোপাধ্যায়
ধারা রক্ষায় : জওয়াদ হোসেন
দৃশ্য-সজ্জায় : অনাথ মৈত্র, পুলিন ঘোষ
ব্যবস্থাপনায় : দেবী বন্দ্যোপাধ্যায়

●

ছাপাখানার দৃশ্যাদি :
আনন্দবাজার পত্রিকা লিঃ-র সৌজন্যে

■

শব্দানুলেখনে
আর-সি-এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত

পরিচয়

নিত্যানন্দর 'সঙ্গীত বিদ্যালয়ে'র একটুখানি বিশেষত্ব আছে। নিত্যানন্দ অন্ততঃ বুক ফুলিয়ে এই কথা সবাইকে বলে' বেড়ায়।

বলে : 'পুরানো গান আমার ইস্কুলে শেখানো হয় না। নিত্য নতুন গান রচনা করবার জন্যে মাইনে দিয়ে কবি রেখেছি, নিত্য নতুন সুর দেবার জন্যে লোক রেখেছি।'

কিন্তু যেমন নিত্যানন্দ; তেম্‌নি তার কবি, তেম্‌নি তার লোকজন! তার হঠাৎ একদিন দেখা গেল, এত বিশেষত্ব থাকা সত্ত্বেও 'নিত্যানন্দ সঙ্গীত বিদ্যালয়' তার দুর্গতির চরম সীমায় এসে দাঁড়িয়েছে।

ইস্কুল বুঝি আর থাকে না!

এমন দিনে সেই ইস্কুলেরই একজন ছাত্রী শ্রীমতী সতী দেবী গ্রামোফোনের একখানি গানের রেকর্ড এনে শোনালে নিত্যানন্দকে।

গান শুনে নিত্যানন্দ লাফিয়ে উঠলো! খোঁজো—কে লিখেছে এই গান, আর কেই-বা সুর দিয়েছে!

অনেক খোঁজাখুজির পর, অনেক কষ্টে, বহুদূরের এক গ্রাম থেকে কলকাতায় যাকে টেনে আনা হ'লো—তিনিই কবি অনন্ত রায়। রেকর্ডের এই গানখানি তিনিই লিখেছেন, তিনিই সুর দিয়েছেন, তিনিই শিখিয়েছেন। হ'লে কি হবে? যা তিনি চেয়েছিলেন, তা পাননি। প্রতিভার বিনিময়ে তিনি চেয়েছিলেন নাম, যশ, অর্থ। কিন্তু তা না পেয়ে সহর ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন দূরের এক গ্রামে।

সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য জানি না, কবি অনন্ত রায় তার একমাত্র চাকর জনার্দ্দনকে নিয়ে—না জেনেই বাসা বাঁধলে সতী দেবীর বাবা যোগেন মুখুজ্যের বাড়ীর নীচের তলার 'ফ্ল্যাটে'।

অথচ কেউ কাউকে চেনে না!

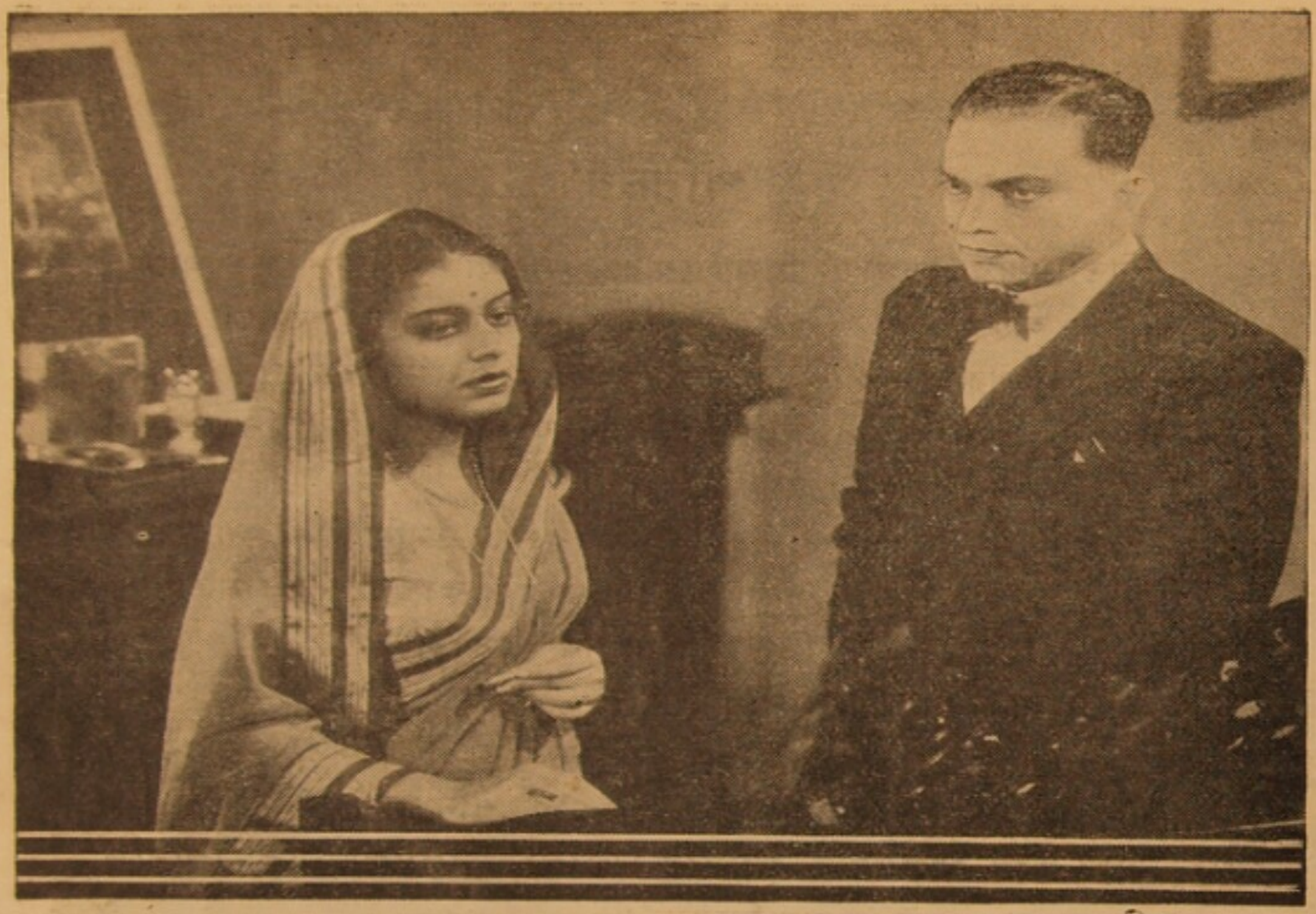

তারপর সে এক অদ্ভুত ঘটনার ভিতর দিয়ে দু'জনের হ'লো প্রথম পরিচয়। কবি চিনলে সতীকে। সতী চিনলে কবিকে।

নতুন করে' ইস্কুল চালাবার জন্য নিত্যানন্দ কোমর বাঁধলে। আয়োজন করলে খুব ঘটা করে' ইস্কুলের বার্ষিক উৎসব করবার। সভাপতি নির্ব্বাচিত হ'লেন—সহরের এক স্বনামধন্য সাংবাদিক—পাঁচ পাঁচখানা সংবাদ-পত্রের মালিক শ্রীযুক্ত আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিকে দিন নেই, রাত নেই, কবি তার আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করে' সতীকে গান শেখাতে লাগলো।

উৎসবের দিন যতই ঘনিয়ে আসে, কবির গান শেখাবার উৎসাহ ততই যেন বাড়তে থাকে, ক্রমাগত বলে : 'আমাকে বিরক্ত করো না।

এমন গান আমি সতীকে শেখাবো, যে গান শুনলে প্রত্যেকটি প্রাণী মুগ্ধ হবে।'

শেষ পর্য্যন্ত তার কথাই বোধহয় সত্য হ'লো। বহুগুণীজন-সমাগমধন্য উৎসবসভা সত্যই মুখরিত হয়ে উঠলো সতীর সুললিত কণ্ঠস্বরে। গান শেষ হ'তেই বিস্ময়বিমুগ্ধ শ্রোতৃমণ্ডলী সতীর গলায় পরিয়ে দিলে জয়ের মালা। কবির নাম কেউ একবারও মুখে উচ্চারণ করলে না। অবাঞ্ছিত স্রষ্টা কবি অপমানিত হ'য়ে ক্ষোভে, দুঃখে, অভিমানে আবার চলে গেল সব-কিছু ছেড়ে দিয়ে পল্লীর সেই নিরালা প্রান্তে।

এদিকে সতীর গান শুনে মুগ্ধ ত' সকলে হ'লোই, তবে একজন যে সব চেয়ে বেশী বিমোহিত হলেন তাতে আর কোনও সন্দেহই রইলো না।

সভাপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় একদিন নিত্যানন্দকে ডেকে পাঠালেন এবং গোপনে প্রস্তাব করলেন—সতীকে তিনি বিবাহ করতে চান।

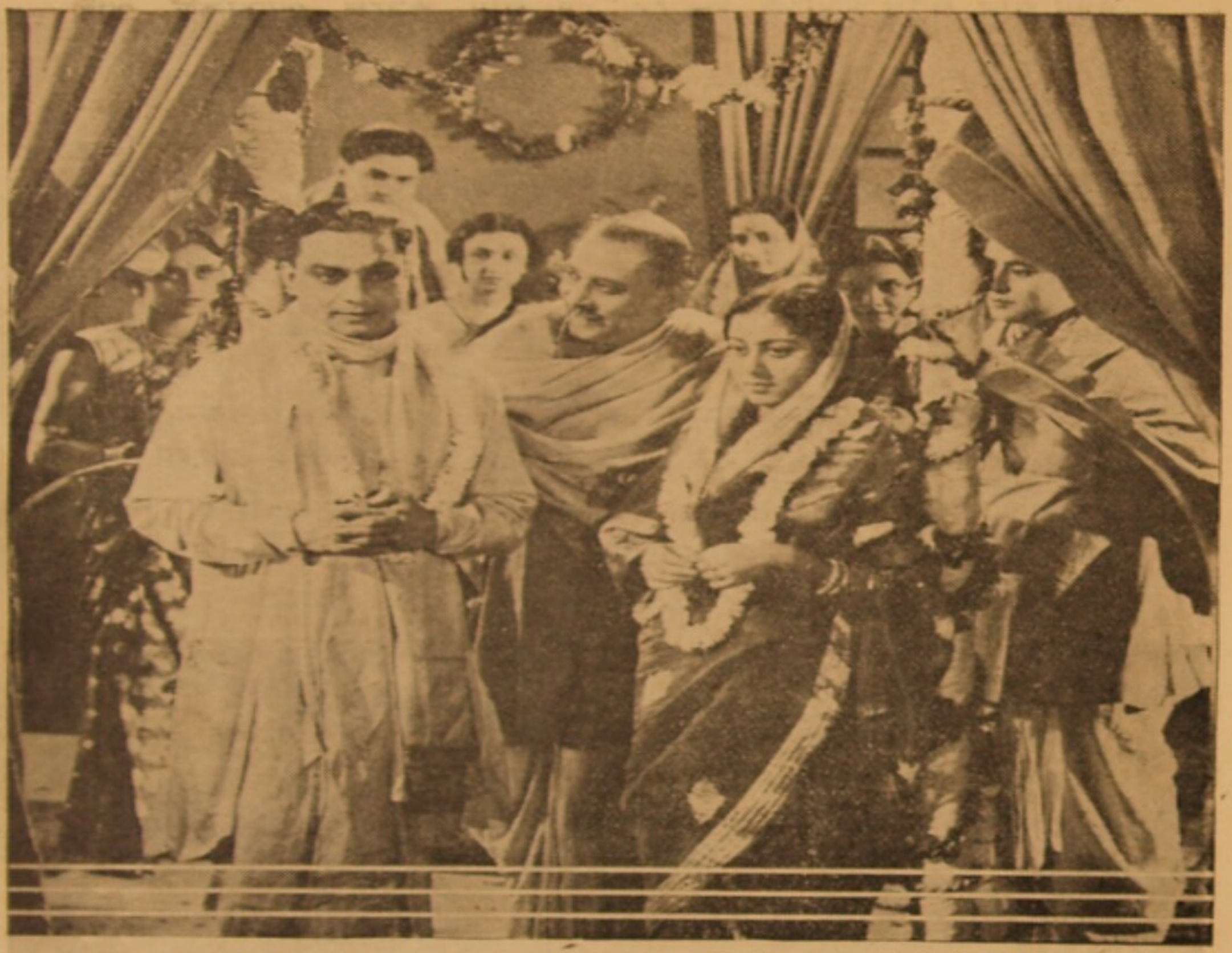

এই আনন্দের সংবাদ নিয়ে নিত্যানন্দ তৎক্ষণাৎ ছুটে এলো সতীর বাবার কাছে। সতীর বাবা প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। সম্মতি দিতে তাঁর মোটেই দেরী হ'লো না।

ওদিকে স্বেচ্ছায় নির্ব্বাসনদণ্ড গ্রহণ করলে যে-কবি, সে কি নিজেরই অজানিতে নিতান্ত সঙ্গোপনে তার প্রেমের অর্ঘ্য সতীরই পায়ে সমর্পণ করে' বসেছে ?

বোধহয় তাই।

নইলে সতীর বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র পেয়ে সুদূর সেই গ্রামাঞ্চল থেকে কবি ছুটে এলো কেন ?

এসেই বললে : 'না না, এ চলবে না।'

'কি চলবে না ?'

'এই বিয়ে।'

'কেন ?'

কেন ! তাও বলে' দিতে হবে সতীকে ? কবির মনের কথা কি সতী বুঝতে পারে নি ?

নিদারুণ অভিমানে কবির মুখ দিয়ে আর কথা ফুটলো না। বুকের ব্যথা বুকেই চেপে রেখে যেমন এসেছিল তেম্‌নি আবার চলে গেল। কোথায় গেল কেউ জানলে না।

সতীর বিবাহ নির্ব্বিঘ্নে চুকে গেল আশুতোষের সঙ্গে।

সতীর জীবনে কিছুরই আর অভাব রইলো না। দেবতার মত স্বামী, প্রচুর ঐশ্বর্য্য, অগণিত দাসদাসী !

কিন্তু এত সুখের মাঝখানে বসেও হঠাৎ একদিন তার মনে হ'লো —কবি অনন্ত রায়ের কথা।

বেচারা চেয়েছিল—নাম, যশ, খ্যাতি, অর্থ ! প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও তা সে পায়নি। কোথায় কোন্ অখ্যাত গ্রামের প্রান্তে অবজ্ঞাত কবি আজ হয়ত' কঠোর দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করছে ! হয়ত' তার প্রতিভা বিকাশের সুযোগ সে আর পাবে না। অথচ নিজে আজ ঐশ্বর্য্যের মাঝখানে বসে আছে।

সত্যি কথা বলতে কি, এ-ও তো শুধু তারই জন্যে ! সে যদি তাকে গান না শেখাতো !

সতীর মনে কবির জন্যে একটু অনুকম্পা জাগলো। ভাবলে কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ করবে। চিঠির পর চিটি লিখলে, কিন্তু জবাব পেলে না।

তার পর—

সতী জানালে তার স্বামীকে তার গানের গুরু—কবি অনন্ত রায়ের কথা।

ভারি এক মজার ব্যাপার করে' আশুতোষ তাঁর কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে কবিকে টেনে আনলে নিজের কাছে। টেনে আনলে হৃদয়ের কাছে!

কবি হ'লো তার অন্তরঙ্গ বন্ধু। নাম পেলে, খ্যাতি পেলে, অর্থ পেলে।

কিন্তু যে আগুন কবির অন্তরে একদিন জ্বলেছিল, তা কি নিবলো?

সতী চেয়েছিল তার কৃতজ্ঞতার ঋণ পরিশোধ করতে, কিন্তু তার জন্যে যে-দাম কবি তার কাছ থেকে চাইলে, ততখানি দেবার শক্তি কি সতীর ছিল?

মানুষের একমুখী দুর্ব্বার প্রেমের প্রজ্জ্বলিত বহ্নিশিখা শেষ পর্য্যন্ত কাকে গ্রাস করলে? বুদ্ধির অতীত প্রদেশ থেকে অদৃশ্য বিধাতার নির্দ্দেশ কেমন করে' মানুষের গড়া পরিস্থিতিকে আশ্চর্য্যরকমে পরিবর্ত্তন ক'রে দেয়—ছবিতে দেখুন!

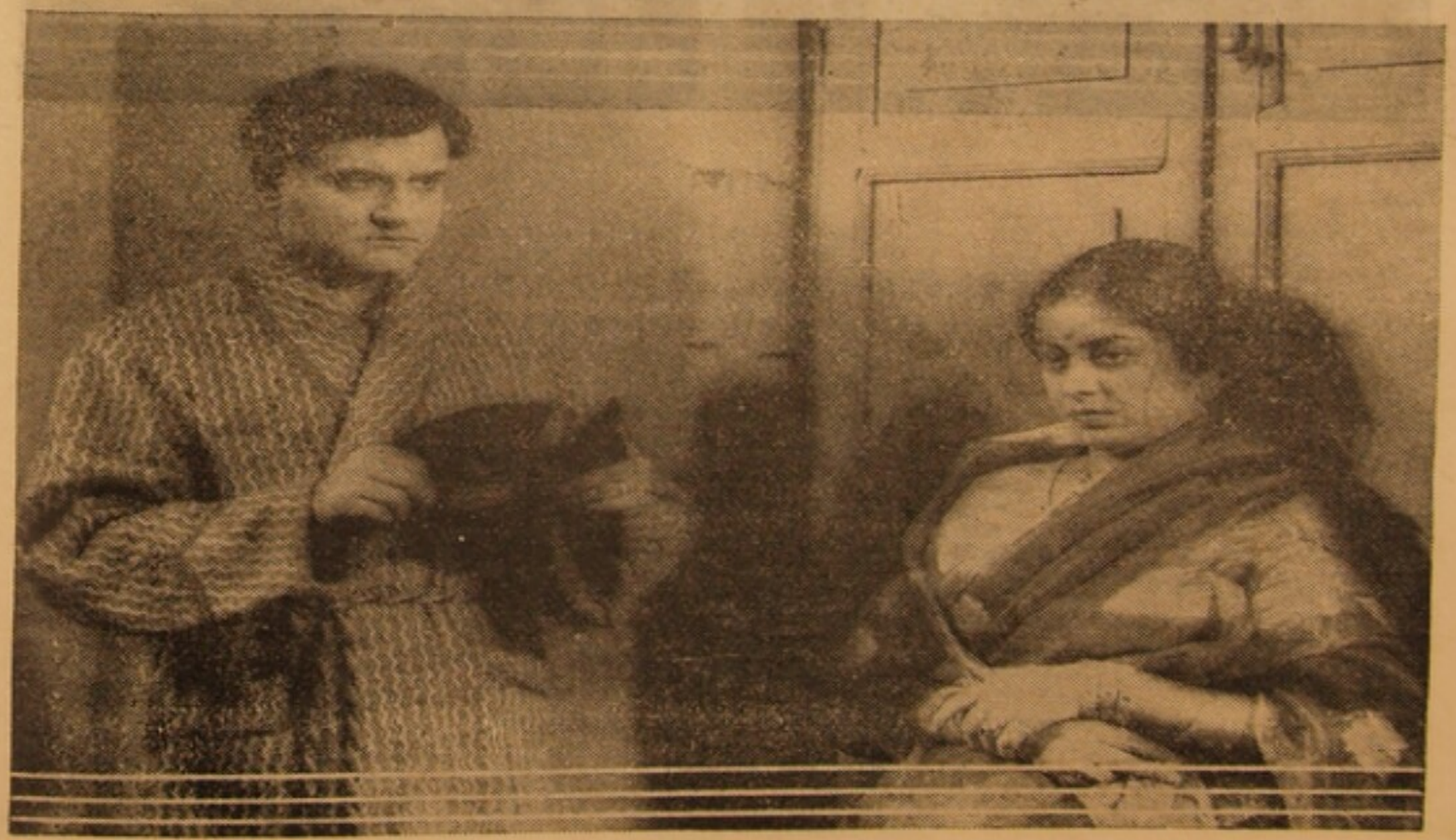

গান

(১)

একটুকু ছোঁওয়া লাগে, একটুকু কথা শুনি।
তাই দিয়ে মনে মনে রচি মম ফাল্গুনী ॥
কিছু পলাশের নেশা
কিছু বা চাঁপায় মেশা
তাই দিয়ে সুরে সুরে রঙে রসে জাল বুনি
রচি মম ফাল্গুনী ॥
যেটুকু কাছেতে আসে ক্ষণিকের ফাঁকে ফাঁকে
চকিত মনের কোণে স্বপনের ছবি আঁকে
যেটুকু যায়রে দূরে
ভাবনা কাঁপায় সুরে
তাই নিয়ে যায় বেলা নূপুরের তালগুণি
রচি মম ফাল্গুনী ॥

—সায়গল

(২)

তোমার সুরের ধারা ঝরে যেথায় তারি পারে
দেবে কি গো বাসা আমায় একটি ধারে ॥
আমি শুন্‌বো ধ্বনি কানে
আমি ভরবো ধ্বনি প্রাণে
সেই ধ্বনিতে চিত্ত বীণায়
তার বাঁধিব বারে বারে
আমার নীরব বেলা
সেই তোমারি সুরে সুরে
ফুলের ভিতর মধুর মতো
উঠ্‌বে পুরে
আমার দিন ফুরাবে যবে
যখন রাত্রি আঁধার হবে
হৃদয়ে মোর গানের তারা
উঠ্‌বে ফুটে সারে সারে ॥

—কানন

(৩)

সেই ভালো সেই ভালো
আমারে না হয় না জানো
দূরে গিয়ে নয় দুঃখ দেবে
কাছে কেন লাজে লাজানো ॥
মোর বসন্তে লেগেছে তো সুর
বেণুবন ছায়া হ'য়েছে মধুর
থাক্‌না এমনি গন্ধে বিধুর
মিলন কুঞ্জ সাজানো ॥
গোপনে দেখেছি তোমার ব্যাকুল
নয়নে ভাবের খেলা
উতল আঁচল—এলো থোলো চুল
দেখেছি ঝড়ের বেলা

তোমাতে আমাতে হয়নি যে কথা
মর্ম্মে আমার আছে সে বারতা
না-বলা বাণীর নিয়ে আকুলতা
আমার বাঁশিটি বাজানো ॥

—কানন

(৪)

আমার রাত পোহালো শারদ প্রাতে ।
বাঁশি, তোমার দিয়ে যাব কাহার হাতে ॥
তোমার বুকে বাজলো ধ্বনি
বিদায় গাথা আগমনী কত যে—
ফাল্গুনে শ্রাবণে কত প্রভাতে রাতে ॥
যে কথা রয় প্রাণের ভিতর অগোচরে
গানে গানে নিয়েছিলে চুরি ক'রে
সময় যে তার হ'লো গত
নিশি শেষের তারার মতো
তারে, শেষ ক'রে দাও—শিউলি ফুলের মরণ সাথে ॥

—সায়গল

(৫)

তোমায় আমার মিলন হবে ব'লে
আলোয় আকাশ ভরা
তোমায় আমায় মিলন হবে বলে
ফুল্ল শ্যামল ধরা
তোমায় আমার মিলন হবে ব'লে
রাত্রি জাগে জগৎ ল'য়ে কোলে
ঊষা এসে পূর্ব্ব দুয়ার খোলে
কল কণ্ঠস্বরা ॥

—কানন

(৬)

আমার বেলা যে যায় সাঁজ বেলাতে
তোমার সুরে সুরে সুর মেলাতে ॥
আমার একতারাটির একটি তারে
গানের বেদন বইতে নারে
তোমার সাথে বারে বারে
হার মেনেছি এই খেলাতে
তোমার সুরে সুরে সুর মেলাতে ॥
আমার এ তার বাঁধা কাছের সুরে
ঐ বাঁশী যে বাজে দূরে
তোমার গানের লীলার সেই কিনারে
যোগ দিতে কি সবাই পারে
বিশ্ব হৃদয় পারাবারে
রাগ রাগিণীর জাল ফেলাতে ॥
তোমার সুরে সুরে সুর মেলাতে ॥

—কানন

(৭)

এ দিন আজি কোন ঘরে গো
খুলে দিল দ্বার ?
আজি প্রাতে সূর্য্য ওঠা
সফল হ'লো কার ॥
কাহার অভিষেকের তরে
সোণার ঘটে আলোক ভরে
ঊষা কাহার আশীষ বহি'
হ'লো আঁধার পার ॥
বনে বনে ফুল ফুটেছে
দোলে নবীন পাতা
কার হৃদয়ের মাঝে হ'লো
তাদের মালা গাঁথা

বহু যুগের উপহারে
বরণ করি নিল কারে
কার জীবনে প্রভাত আজি
ঘোচায় অন্ধকার ॥

—সায়গল

(৮)

আমার হৃদয় তোমার আপন হাতের দোলে দোলাও
কে আমারে কী যে বলে ভোলাও ভোলাও
ওরা কেবল কথার পাকে
নিত্য আমায় বেঁধে রাখে
বাঁশীর ডাকে সকল বাঁধন খোলাও ॥
মনে পড়ে কত না দিন রাতি
আমি ছিলেম তোমার খেলার সাথী
আজকে তুমি তেমনি ক'রে
সামনে তোমার রাখ ধ'রে
আমার প্রাণে খেলার সে ঢেউ তোলাও ॥

—কানন

(৯)

আজ খেলা ভাঙ্গার খেলা খেলবি আয়।
সুখের বাসা ভেঙ্গে ফেলবি আয়।
মিলন মালার আজ বাঁধন তো টুটবে
ফাগুন দিনের আজ স্বপন তো ছুটবে
উধাও মনের পাখা মেলবি আয়।
অস্ত গিরির ঐ শিখর চুড়ে
ঝড়ের মেঘের আজ ধ্বজা উড়ে
কাল বৈশাখীর হবে যে নাচন
সাথে নাচুক তোর মরণ বাঁচন
হাসি কাঁদন পায়ে ঠেলবি আয়।

—সায়গল

১৭২, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, নিউ থিয়েটার্সের পক্ষ হইতে শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং শ্রীপ্রভাসচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত। শ্রীহীরেন্দ্র নাথ সরকার কর্ত্তৃক ১ বি, প্যারী রো, কলিকাতা, "প্যারী প্রেস" হইতে মুদ্রিত।

ক্লান্ত দেহমনের অবসাদ দূর করবার জন্য
মাঝে মাঝে আনন্দ উপভোগের
একান্ত প্রয়োজন।

আনন্দ উপভোগের যত প্রকার উপায় আছে
দেশ ভ্রমণ তার মধ্যে অন্যতম।

বাংলা দেশে যাঁদের বাস তাঁরা ঈ, বি, রেলপথে
ভ্রমণ করলে অনেক কিছুই আনন্দের বস্তু
উপভোগ করতে পারবেন।

দার্জ্জিলিং ও শিলং-এর মত শৈলবাস, গৌড়,
পাণ্ডুয়ার মত প্রাচীন নগর; কালিঘাট,
কামাখ্যা ও নবদ্বীপের মত তীর্থ
রুচিভেদে সকলের পক্ষেই
আনন্দদায়ক।

সুলভ মূল্যে যাতায়াতী টিকিট পাওয়া যায়।

ঈস্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে

নং পি/১২২।৪১।

সুকণ্ঠ সাইগলের

গ্রামোফোন রেকর্ডে নূতন ফিল্ম সঙ্গীত !

নবতম নিউ থিয়েটার্স রেকর্ড

পরিচয় ও লগন

কথাচিত্র হইতে **হিন্দুস্থান রেকর্ডে** শীঘ্রই বাহির হইতেছে, পূর্ব্ব হইতে সংগ্রহ করিবেন, এমন মনোহর রেকর্ড আপনি বহুদিন শ্রবণ করেন নাই ।

সাইগলের সমস্ত বাংলা **হিন্দুস্থান রেকর্ডে** রেকর্ডে শুনুন ।

হিন্দুস্থান মিউজিক্যাল প্রডাক্টস লিমিটেড ।

৬।১, অক্রূর দত্ত লেন, কলিকাতা ।

"জগতে ঢালিব প্রাণ   গাহিব করুণা গান······"

শ্রীমতী কানন দেবীর আবেগভরা কণ্ঠে—

নিউ থিয়েটার্সের অপূর্ব্ব-সুন্দর নবতম বাণী-চিত্র

পরিচয় ও লগন (হিন্দী) এর

— মধুমাখা গান —

নিউ থিয়েটার্স মেগাফোন রেকর্ডে শুনুন ।

শ্রীমতী কানন দেবীর স্নিগ্ধ-মধুর কণ্ঠে—

নিউ থিয়েটার্সের চির-নূতন বাণী-চিত্র

"মুক্তি", "বিদ্যাপতি", "সাথী", "সাপুড়ে", "পরাজয়ের"

∴ ······অনিন্দ্য-সুন্দর গানগুলি·········

শুনেছেন ত' ?

নিউ থিয়েটার্স-মেগাফোন রেকর্ডেই পাবেন

যে কোন সম্মানিত রেকর্ড-ডিলারের কাছে খোঁজ করুন ।

মেগাফোন কোম্পানী,

৭৭।১, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা ।